রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৩ সনের ০৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১৯, ২০২৩

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬১—৭৫
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪১—৬৭
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯—১৫
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৩—৪৭
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৩
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

টোল ও এক্সেল শাখা

নং ৩৫.০০.০০০০.০৬১.৩২.০০২.২১-৪৬৩ তারিখ : ০৮-০৯-২০২২ খ্রিঃ

পণ্যবাহী গাড়ী চালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা, ২০২১

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে জাতীয় মহাসড়কে বিভিন্ন প্রকারের পণ্যবাহী যানবাহন যেমন, ট্রেইলর, ট্রাক, লরি, কাভার্ড ভ্যান ইত্যাদির চলাচল ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল পণ্যবাহী যানবাহন প্রায়শই দীর্ঘ দূরত্বে চলাচল করে। কিন্তু পথিমধ্যে এ সকল পণ্যবাহী যানবাহনের চালকদের জন্য কোনো বিশ্রামাগার না থাকায় তাদেরকে একটানা দীর্ঘসময় মহাসড়কে গাড়ী চালাতে হয়, যা সড়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করে এবং অনেক সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার দেশের প্রধান মহাসড়কসমূহের পার্শ্ববর্তী সুবিধাজনক স্থানে পণ্যবাহী গাড়ীচালকদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিশ্রমাগার স্থাপন করেছে। এ সকল বিশ্রামাগারের সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হল :

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন :**

(১) এ নির্দেশিকা মহাসড়ক বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা, ২০২১ নামে অভিহিত হবে;

(২) সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করবে সে তারিখ হতে এ নির্দেশিকা কার্যকর হবে;

(৩) পণ্যবাহী গাড়ী চালকদের জন্য স্থাপিত বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে;

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

২। **সংজ্ঞা:** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এ নির্দেশিকায়—

(১) "অবকাঠামো" অর্থ বিশ্রামাগার কম্পাউন্ডের সীমানার ভেতর অবস্থিত যে কোনো ভবন, কাঠামো, ড্রাইভওয়ে, ফুটপাত, ওয়াকওয়ে, পার্কিং এরিয়া, রেস্টুরেন্ট, ওয়ার্কশপ, ড্রেন, বাগান, লন, উন্মুক্ত চত্বর, গুদাম ইত্যাদিসহ বিশ্রামাগারের নিরাপত্তা ও পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ইউটিলিটি, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো;

(২) "অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ও এন্ড এম)" অর্থ নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সেবা কার্যক্রম পরিচালনা, সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্ধারিত ফি'র ভিত্তিতে কোনো প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান;

(৩) "অপারেটর" অর্থ বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতিতে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান;

(৪) "ইজারা" অর্থ নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণসহ নির্ধারিত সেবামূল্য/অর্থের বিনিময়ে বিশ্রামাগারের সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইজারামূল্য প্রদানের শর্তে কোনো প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান;

(৫) "ইজারাদার" অর্থ বিশ্রামাগারের সেবা কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইজারা পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান;

(৬) "ইউটিলিটি শপ" অর্থ পণ্যবাহী গাড়ী চালক ও সহকারীগণের জন্য বিশ্রামাগারের অভ্যন্তরে অবস্থিত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয়ের নির্ধারিত স্থান;

(৭) "ওয়ার্কশপ" অর্থ প্রয়োজনে বিশ্রামাগারে আগত পণ্যবাহী যানবাহন মেরামতের জন্য বিশ্রামাগারের অভ্যন্তরে অবস্থিত নির্ধারিত স্থান;

(৮) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। তবে উক্ত অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

(৯) "নির্ধারিত পদ্ধতি" অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি;

(১০) "বিভাগীয়" অর্থ কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সেবা কার্যক্রম পরিচালনা, সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাজস্ব আদায়;

(১১) "বিশ্রামাগার" অর্থ পণ্যবাহী গাড়ী চালকদের জন্য স্থাপিত বিশ্রামাগার;

(১২) "বিশ্রামকক্ষ" অর্থ বিশ্রামাগারে পণ্যবাহী গাড়ী চালক ও সহকারীগণের বিশ্রামের জন্য নির্ধারিত কক্ষ;

(১৩) "রেস্টুরেন্ট" অর্থ বিশ্রামাগারে পণ্যবাহী গাড়ী চালক, তাদের সহকারী এবং অনুমোদিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্ধারিত মূল্যে খাবার পরিবেশনের জন্য নির্ধারিত স্থান;

(১৪) "শয্যা" অর্থ বিশ্রামকক্ষে বিশ্রাম অথবা নিদ্রার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন: খাট, বিছানা, বালিশ, লেপ/কম্বল ইত্যাদি;

(১৫) "সেবা" অর্থ বিশ্রামাগারে পার্কিং সুবিধা, ওয়াশরুম ও বিশ্রামকক্ষ ব্যবহার, রেস্টুরেন্ট, ওয়ার্কশপ, ইউটিলিটি শপ, ক্রীড়া ও বিনোদনসহ অন্যান্য সেবা।

৩। **বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সাধারণ নিয়মাবলি** : বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সাধারণ নিয়মাবলি হবে নিম্নরূপ :

(১) সকল প্রকার পণ্যবাহী যানবাহনের চালক ও সহকারীগণ নির্ধারিত সেবামূল্য পরিশোধের বিনিময়ে বিশ্রামাগারের সেবা গ্রহণ করতে পারবেন;

(২) বিশ্রামাগারের প্রবেশের সময় গাড়ীচালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং গাড়ী চালকদের সহকারী ও বিশ্রামাগারের কর্মীদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করতে হবে;

(৩) কোনো গাড়ীচালক, গাড়ীচালকের সহকারী বা বিশ্রামাগারের কর্মীকে কোনো মহিলাসহ বিশ্রামাগারে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না; তবে কোন পণ্যবাহী গাড়ীচালক মহিলা হলে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদর্শন সাপেক্ষে তাকে বিশ্রামাগারে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা যাবে;

(৪) বিশ্রামাগারে পার্কিং সুবিধা, বিশ্রামকক্ষ, রেস্টুরেন্ট, ওয়াশরুম, ওয়ার্কশপ, ইউটিলিটি শপ ও ফাস্টএইডের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়া যাবে;

(৫) বিশ্রামাগারের কর্মীগণকে নির্ধারিত পোষাক পরিধান করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সেবার নাম সম্বলিত পরিচয়পত্র দৃশ্যমানভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে তবে বিশ্রামাগার এলাকায় কর্মরত সকল শ্রমিকদের শ্রম সময় ৮ ঘন্টা হবে। তাছাড়া, রাতের বেলায় রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ জ্যাকেট পরিধান করে দায়িত্ব পালন করতে হবে;

(৬) বিশ্রামাগার পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বিশ্রামাগারে সেবা গ্রহীতাদের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, বিশ্রামাগারে পর্যাপ্ত বেড শীট মজুদ রাখা এবং তা নিয়মিত পরিস্কার রাখা, প্রতি বেডের জন্য ন্যূনতম ৩ সেট বেডশীট রাখতে হবে;

(৭) বিশ্রামাগারে মাদক সেবন ও জুয়া খেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে;

(৮) বিশ্রামাগারে সেবাগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের পর গাড়ী সরিয়ে নিতে ব্যর্থ হলে অথবা কোনো গাড়ীর চালক খুঁজে না পাওয়া গেলে ইজারাদার/অপারেটর তা অপসারণ করতে পারবে। নির্দিষ্ট সময় পর গাড়ী সরানো না হলে প্রতিদিনের জন্য প্রযোজ্য পার্কিং চার্জও মালিকপক্ষকে বহন করতে হবে। এক মাসের মধ্যে গাড়ীচালক বা মালিকপক্ষ যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ উক্ত গাড়ী মালামালসহ নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়পূর্বক প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবে। এছাড়া বিশ্রামাগার এলাকা কোনোভাবেই মালামাল লোডিং/আনলোডিং বা মালামাল স্ট্যাক করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না; তবে বিশ্রামাগারের অভ্যন্তরে পার্কিং হারের বিনিময়ে গাড়ীর ভিতরেই ঘুমানোর সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে;

(৯) সেবামূল্যের হার এবং বিভিন্ন পণ্যের বিক্রয়মূল্য সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করতে হবে;

(১০) সমগ্র বিশ্রামাগার কম্পাউন্ড নজরদারী ক্যামেরা/ডিজিটাল সার্ভেইল্যান্স এর আওতায় থাকবে;

(১১) বিশ্রামাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত আনসার ও কর্মচারীদের থাকার জন্য জায়গার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং আনসার নিয়োগের ব্যয়ভার ও বিশ্রামাগারের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিল সরকারিভাবে বহন করতে হবে;

(১২) ইজারাদার/অপারেটর প্রবেশ/বর্হিগমনের রেকর্ড সংরক্ষণ করবে। চাহিবামাত্র এ সংক্রান্ত সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করতে হবে;

(১৩) বিশ্রামাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে এনার্জি এফিসিয়েন্সি অর্জনের জন্য উদ্ভাবনী কৌশল ও গ্রীণ টেকনোলজির প্রয়োগকে উৎসাহিত করা হবে;

(১৪) বিশ্রামাগার এলাকায় কোনো ধরনের জনসভা, জমায়েত, সমাবেশ আয়োজন/অংশ গ্রহণ করা যাবে না;

(১৫) বিশ্রামাগার এলাকার পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রধান কর্মকৃতি সূচক (Key Performance Indicator) নির্ধারণ করতে হবে;

(১৬) বিশ্রামাগার এলাকায় পণ্যবাহী গাড়ি, পণ্য ও গাড়িচালকগণের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;

(১৭) বিশ্রামাগার এলাকায় Hazardous Materials বহনকারী যানবাহন নিজস্ব ব্যবস্থায় বিস্ফোরক অধিদপ্তর এর নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং পার্কিং এরিয়ায় নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করবে;

(১৮) বিশ্রামাগার এলাকায় গাড়ি প্রবেশ ও বর্হিগমনের জন্য যেন সংলগ্ন মহাসড়কে কোনো ধরনের ট্রাফিক জ্যাম অথবা অন্য কোনো প্রকার সমস্যা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া বিশ্রামাগারের প্রবেশমুখে মোট অবস্থানকারী গাড়ীর সংখ্যা ও অবশিষ্ট পার্কিং এর বিবরণ ইলেকট্রনিক বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে;

(১৯) প্রত্যেকটি কেন্দ্রে অভিযোগ বাক্স রাখা হবে যাতে সংক্ষুব্ধ পক্ষ/ব্যক্তি লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করতে পারে;

(২০) রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করবে। এই স্ট্যান্ডার্ডে ভবন, ল্যান্ডস্কেপিং এবং অন্যান্য ভৌত সুবিধাদির জন্য উপযুক্ত Objectively Verifiable Indicator নির্ধারণ করা হবে;

(২১) কর্তৃপক্ষের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে কী না তা একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (উপ-সহকারী প্রকৌশলীর নীচে নয়) মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে;

(২২) পণ্য পরিবহনকারী গাড়ি চালকগণকে বিশ্রামাগার ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(২২) পার্কিং সংখ্যা সেবা গ্রহিতার চাহিদার চেয়ে কম হলে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে সেবা প্রদান করতে হবে;

(২৩) ইজারাদার/অপারেটর বিশ্রামাগার কম্পাউন্ডের সীমানার ভেতর অবস্থিত যে কোনো ভবন, কাঠামো, ড্রাইভওয়ে, ফুটপাত, ওয়াকওয়ে, পার্কিং এরিয়া, ওয়ার্কশপ, ড্রেন, বাগান, লন, উন্মুক্ত চত্বর, গুদাম ইত্যাদিসহ বিশ্রামাগারের নিরাপত্তা ও পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ইউটিলিটি, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামোর যে কোনো ধরনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে;

(২৪) বিশ্রামাগারে প্রবেশ ও বর্হিগমনের জন্য সংযোগ সড়ক, ফুটওভার ব্রীজ, আন্ডারপাস ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও বিশ্রামাগার এলকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সচল রাখাও ইজারাদার/অপারেটর এর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে;

(২৫) প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য একটি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি করতে হবে। সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে আহবায়ক করে জেলা প্রশাসন, জেলা/হাইওয়ে পুলিশ এবং সার্ভিস প্রোভাইডার এর উপযুক্ত প্রতিনিধির সমন্বয়ে এ কমিটি গঠন করতে হবে।

৪। **বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি** : নিম্নেবর্ণিত পদ্ধতিতে বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যাবে :

(১) ইজরা;

(২) অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ও এন্ড এম);

(৩) বিভাগীয়।

উল্লেখ্য, যে পদ্ধতিতেই বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হোক না কেন, ইজারাদার/অপারেটর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিশ্রামাগারে প্রদেয় সেবাসমূহের মধ্য হতে এক বা একাধিক সেবা প্রদানের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো সেবা প্রদানের দায়িত্ব অন্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা যাবে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৫। **ইজারা পদ্ধতি :** ইজারা পদ্ধতিতে বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে :

(১) বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচলিত উন্মুক্ত ইজারা ডাক পদ্ধতিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;

(২) সকল ক্ষেত্রে ইজারার জন্য কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত অভিন্ন ডকুমেন্ট অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অভিন্ন ডকুমেন্ট হালনাগাদ করা যাবে;

(৩) ইজারা চুক্তির মেয়াদ সাধারণত ৩ (তিন) বছর হবে; তবে কর্তৃপক্ষ ইজারা চুক্তির মেয়াদ জনস্বার্থে কম-বেশী করতে পারবে;

(৪) চলমান ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ায় ন্যূনতম ৬ মাস পূর্বে নতুন ইজারাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু এবং ১ মাস পূর্বে ইজারাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে;

(৫) সেবাগ্রহীতা জরীপের মাধ্যমে সম্ভাব্য আয় নিরূপণ করে ইজারার ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে;

(৬) সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে;

(৭) ইজারার নিরাপত্তা জামানত ১২ (বারো) মাসের প্রদেয় ইজারা মূল্যের সমপরিমাণ হতে হবে;

(৮) ইজারার বিপরীতে প্রদেয় কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভী, সারচার্জ ইত্যাদি ইজারাদার কর্তৃক প্রদেয় হবে;

(৯) সেবামূল্যের হার সংশোধন করা হলে সংশোধিত হার চলমান ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ায় পর কার্যকর হবে;

(১০) ইজারাদার নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্রামাগারের বিভিন্ন সেবার বিনিময়ে আদায়কৃত অর্থের হিসাব সম্বলিত পাক্ষিক প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের নিকট দাখিল করবে। প্রধান প্রকৌশলী প্রতি তিন মাস অন্তর ইজারাদারের নিকট হতে প্রাপ্ত পাক্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক একীভূত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মতামতসহ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করবেন।

৬। **অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ও এন্ড এম) পদ্ধতি :** অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ও এন্ড এম) পদ্ধতিতে বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে:

(১) অপারেটর উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে সাধারণত ৩ (তিন) বছরের জন্য ফি'র ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন;

(২) অপারেটর কর্তৃক সরকার নির্ধারিত হারে সেবামূল্য আদায় করতে হবে;

(৩) সেবামূল্য হিসেবে আদায়কৃত অর্থ হতে প্রযোজ্য বিভিন্ন কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভী, সারচার্জ ইত্যাদি পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;

(৪) অপারেটরকে ফি পরিশোধের সময় বিভিন্ন কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভী, সারচার্জ ইত্যাদি কর্তন করা হবে এবং পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;

(৫) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বছরে কমপক্ষে দুইবার বিশ্রামাগারে সেবাগ্রহীতা জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত আয়ের সাথে আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা যাচাই করতে হবে;

(৬) আদায়কৃত অর্থ পরবর্তী ব্যাংক কার্যদিবসে পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হিসাবে আবশ্যিকভাবে জমা প্রদান করতে হবে;

(৭) সেবামূল্য আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, সফটওয়্যারসহ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সরবরাহ করবে এবং সরবরাহকৃত সরঞ্জামাদি, সফটওয়্যারসহ যন্ত্রপাতি ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকবে;

(৮) অপারেটর নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্রামাগারের বিভিন্ন সেবার বিনিময়ে আদায়কৃত অর্থের হিসাব সম্বলিত পাক্ষিক প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের নিকট দাখিল করবে। প্রধান প্রকৌশলী প্রতি তিন মাস অন্তর ইজাদারের নিকট হতে প্রাপ্ত পাক্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক একীভূত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মতামতসহ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করবেন;

(৯) বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবামূল্য আদায় কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে অনলাইন মনিটরিং এর জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, সফটওয়্যার, কম্পিউটার ইত্যাদি ও জনবলসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং ইউনিট থাকবে এবং প্রয়োজনে জোন পর্যায়েও অনুরূপ মনিটরিং ইউনিট স্থাপন করা যাবে;

(১০) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে একই অনলাইন সিস্টেম ব্যবহার করে কেন্দ্রীয়ভাবে বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবামূল্য আদায় কার্যক্রম মনিটর করা হবে;

(১১) অপারেশন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিকল্প বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ও তথ্য ভান্ডার সংরক্ষণের জন্য ব্যাকআপ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭। **বিভাগীয় পদ্ধতি :** এ পদ্ধতিতে বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে :

(১) কোনো কারণে ইজারাদার নিয়োগ বিলম্বিত হলে অথবা নিয়োগকৃত ইজারাদার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে বিভাগীয় পদ্ধতিতে বিশ্রামাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবামূল্য আদায় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে;

(২) আদায়কৃত অর্থ হতে প্রযোজ্য বিভিন্ন কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভী, সারচার্জ ইত্যাদি পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;

(৩) দৈনিক আদায়কৃত অর্থ পরবর্তী কার্যদিবসে ব্যাংকের নির্ধারিত হিসাবে জমা প্রদান করতে হবে;

(৪) আদায়কৃত টোলের হিসাব সম্বলিত পাক্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরের নিকট দাখিল করবে। প্রতি তিন মাস অন্তর একীভূত প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলী পর্যালোচনাপূর্বক মতামতসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

৮। **যানবাহনের শ্রেণি :** বিশ্রামাগারের পার্কিং এরিয়ার পার্কিং এর ক্ষেত্রে পার্কিং চার্জ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পণ্যবাহী যানবাহনসমূহ নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিভুক্ত হবে :

পণ্যবাহী মোটরযানের শ্রেণি	পণ্যবাহী মোটরযানের বর্ণনা
ক	আর্টিকুলেটেড মোটরযান (প্রাইমমূভার+তিন বা ততোধিক এক্সেল বিশিষ্ট ট্রেইলর) এবং চার বা ততোধিক এক্সেল বিশিষ্ট ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংক, লরি ইত্যাদি পণ্যবাহী মোটরযান
খ	আর্টিকুলেটেড মোটরযান (প্রাইমমূভার+দুই এক্সেল বিশিষ্ট ট্রেইলর) এবং তিন এক্সেল বিশিষ্ট ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংক, লরি ইত্যাদি পণ্যবাহী মোটরযান
গ	আর্টিকুলেটেড মোটরযান (প্রাইমমূভার+এক এক্সেল বিশিষ্ট ট্রেইলর) এবং দুই এক্সেল বিশিষ্ট ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংক, লরি ইত্যাদি পণ্যবাহী মোটরযান
ঘ	চার চাকার দুই এক্সেল বিশিষ্ট পণ্যবাহী যানবাহন

৯। **সেবামূল্য :** বিশ্রামাগারে পণ্যবাহী যানবাহন পার্কিং, বিশ্রামকক্ষ ও ওয়াশরুম ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রদেয় সেবামূল্যের হার হবে নিম্নরূপ:

(১) পার্কিং এর ক্ষেত্রে (ওয়ার্কশপ ব্যবহারের সময়কালসহ) যানবাহনের শ্রেণি অনুযায়ী প্রথম ৫ ঘন্টা বা ভগ্নাংশের জন্য প্রদেয় পার্কিং চার্জ এবং পরবর্তী প্রতি ঘন্টা বা ভগ্নাংশের জন্য প্রদেয় অতিরিক্ত পার্কিং চার্জের হার হবে নিম্নরূপ:

পণ্যবাহী মোটরযানের শ্রেণি	পণ্যবাহী মোটরযানের ধরন	পণ্যবাহী মোটরযানের বর্ণনা	সেবা ফি/রেট
ক	এক্সট্রা হেভি পণ্যবাহী মোটরযান	আর্টিকুলেটেড মোটরযান (প্রাইমমূভার+তিন বা ততোধিক এক্সেল বিশিষ্ট ট্রেইলর) এবং চার বা ততোধিক এক্সেল বিশিষ্ট ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংক, লরি ইত্যাদি পণ্যবাহী মোটরযান	প্রথম ৫ ঘন্টার জন্য ১৫০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি ঘন্টার জন্য ৩০ টাকা
খ	হেভি পণ্যবাহী মোটরযান	আর্টিকুলেটেড মোটরযান (প্রাইমমূভার+দুই এক্সেল বিশিষ্ট ট্রেইলর) এবং তিন এক্সেল বিশিষ্ট ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংক, লরি ইত্যাদি পণ্যবাহী মোটরযান	প্রথম ৫ ঘন্টার জন্য ১০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি ঘন্টার জন্য ২০ টাকা
গ	মিডিয়াম পণ্যবাহী মোটরযান	আর্টিকুলেটেড মোটরযান (প্রাইমমূভার+এক এক্সেল বিশিষ্ট ট্রেইলর) এবং দুই এক্সেল বিশিষ্ট ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংক, লরি ইত্যাদি পণ্যবাহী মোটরযান	প্রথম ৫ ঘন্টার জন্য ৭৫ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি ঘন্টার জন্য ১৫ টাকা
ঘ	লাইট পণ্যবাহী মোটরযান	চার চাকার দুই এক্সেল বিশিষ্ট পণ্যবাহী যানবাহন	প্রথম ৫ ঘন্টার জন্য ৫০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি ঘন্টার জন্য ১০ টাকা

(২) বিশ্রামকক্ষে ওয়াশরুম সুবিধাসহ প্রতি শয্যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথম ৫ ঘন্টা বা ভগ্নাংশের জন্য প্রদেয় ভাড়া এবং পরবর্তী প্রতি ঘন্টা বা ভগ্নাংশের জন্য প্রদেয় অতিরিক্ত ভাড়ার হার হবে নিম্নরূপ:

প্রথম ৫ ঘন্টা বা ভগ্নাংশের জন্য প্রদেয় ভাড়া (টাকায়)	পরবর্তী প্রতি ঘন্টা বা ভগ্নাংশের জন্য প্রদেয় ভাড়া (টাকায়)
১৫০	২৫

(৩) কেবল ওয়াশরুম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সেবামূল্য পরিশোধ করতে হবে :

	সেবামূল্য (টাকায়)
টয়লেট	প্রতিবার ৫
গোসলখানা	প্রতিবার ১০
টয়লেট ও গোসলখানা	প্রতিবার ১৫

১০। স্টীকার ব্যবহার করার সুযোগ :

(১) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর সরকারি যানবাহন অনুমোদিত বিশেষ স্টীকার ব্যবহার করে বিশ্রামাগারের পার্কিং ব্যবহার করতে পারবে;

১১। সেবামূল্যের হার সংশোধন/যৌক্তিকীকরণ:

(১) অর্থ বিভাগের সাথে পরামর্শ করে সেবামূল্যের হার সংশোধন/যৌক্তিকীকরণ করা যাবে।

(২) প্রতি ৩ বছর অন্তর সেবামূল্যের হার সংশোধন/যৌক্তিকীকরণ করতে হবে।

১২। নির্দেশিকা সংশোধন : সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সময় সময় এ নির্দেশিকা, সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

ফাহমিদা হক খান
উপসচিব।

তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ আশ্বিন ১৪২৯/২৬ অক্টোবর ২০২২

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৯.২২-৩২৭**—যেহেতু, জনাব ফেরদৌসী বেগম (পরিচিতি নম্বর ৩৫০০১৫), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃদাঃ) গাজীপুর সড়ক উপ-বিভাগ, গাজীপুরের নামে রেজিস্ট্রেশনকৃত ঢাকা মেট্রো ঘ-১১-২৮৪৫ নম্বর গাড়িটি সরকারি বাহন হিসেবে নিয়মিত ব্যবহার করে আসছেন;

এবং

যেহেতু, গত ২২-০৮-২০২২ তারিখে যমুনা টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদে দেখা যায় গাজীপুর সড়ক বিভাগ এর নির্বাহী প্রকৌশলীর নামে রেজিস্ট্রিকৃত উক্ত গাড়িটি (ঢাকা মেট্রো ঘ-১১-২৮৪৫) ১৩১ বোতল ফেন্সিডিল বহনকালে গত ১৯-০৮-২০২২ তারিখে কুমিল্লা জেলায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক আটক করা হয় এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ) গাজীপুরের নিকট এ ব্যাপারে টেলিফোনে জানতে চাইলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন;

এবং

যেহেতু, তার কর্মস্থলের/অধিক্ষেত্রের বাহিরে বর্ণিত গাড়িটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়েছে এবং উক্ত ঘটনার সঙ্গে তার ব্যবহৃত ঢাকা মেট্রো ঘ-১১-২৮৪৫ নম্বর গাড়ির ড্রাইভার জনাব মোঃ খোকন আহমেদ এর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে;

এবং

যেহেতু, বর্ণিত অপরাধমূলক কাজে তার ড্রাইভারের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এবং তিনি তা জেনেও ড্রাইভারের বিরুদ্ধে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা যথাসময়ে গ্রহণ করেননি;

এবং

যেহেতু, তার নিয়ন্ত্রণাধীন গাড়ি অনুমতি ব্যতিরেকে অধিক্ষেত্রের বাহিরে অপরাধমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ বিষয়ে তার ড্রাইভারের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তাই তিনি গাড়ি ব্যবহারকারী ও ড্রাইভারের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা হিসেবে এ দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না;

এবং

যেহেতু, উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনায় তার উক্ত ঘটনায় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। তাই অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী গত ২২-০৮-২০২২ তারিখে তাকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

এবং

যেহেতু, তার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর সামিল এবং দন্ডযোগ্য অপরাধ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৩/২০২২ রুজু করা হয়;

এবং

যেহেতু, তার উক্ত কার্যকলাপের জন্য কেন তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হবে না বা বর্ণিত বিধিমালার আওতায় অন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবস এর মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোনো কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না কিংবা তার বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

এবং

যেহেতু, জনাব ফেরদৌসী বেগম গত ০৬-০৯-২০২২ তারিখে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব পেশ করেন এবং এতদবিষয়ে গত ২৬-০৯-২০২২ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত বক্তব্য ও শুনানীকালে প্রদত্ত জবানবন্দী এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনা পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(খ) অনুযায়ী জনাব ফেরদৌসী (পরিচিতি নম্বর ৩৫০০১৫), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃদাঃ) গাজীপুর সড়ক উপ-বিভাগ, গাজীপুর এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের দায় থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়;

এবং

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব বেগম ফেরদৌসী (পরিচিতি নম্বর ৩৫০০১৫), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃদাঃ) গাজীপুর সড়ক উপ-বিভাগ, গাজীপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(খ) মতে 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ০৩/২০২২) এর দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাজেট অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ ভাদ্র ১৪২৯/২১ আগস্ট ২০২২

নং **২৬.০০.০০০০.০৯৬.২০.০০৩.২২-১৮০**—বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের বিভিন্ন পরিষেবার বিদ্যমান ফি হালনাগাদকরণ এবং যে সকল সেবার বিপরীতে কোনো ফি নির্ধারণ করা নেই সেসব সেবার ফি নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক নির্ধারণ করে নির্দেশক্রমে প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো :

(ক) পরিষেবার নাম : বাণিজ্যিক ও শিল্প আই আর সি

[ছক '১']

আমদানি সীমা	নিবন্ধন ফি		নবায়ন ফি	
	বিদ্যমান	নতুন	বিদ্যমান	নতুন
(i) ৫,০০,০০০ পর্যন্ত	৫,০০০	অপরিবর্তিত	৩,০০০	অপরিবর্তিত
(ii) ৫,০০,০০১—২৫,০০,০০০ পর্যন্ত	১০,০০০	অপরিবর্তিত	৬,০০০	অপরিবর্তিত
(iii) ২৫,০০,০০১—৫০,০০,০০০ পর্যন্ত	১৮,০০০	২৪,০০০	১০,০০০	অপরিবর্তিত
(iv) ৫০,০০,০০১—১,০০,০০,০০০ পর্যন্ত	৩০,০০০	৪০,০০০	১৫,০০০	অপরিবর্তিত
(v) ১,০০,০০,০০১—৫,০০,০০,০০০ পর্যন্ত	৪৫,০০০	৫০,০০০	২২,০০০	অপরিবর্তিত
(vi) ৫,০০,০০,০০১—২০,০০,০০,০০০ পর্যন্ত	-	৬০,০০০	-	২৪,০০০
(vii) ২০,০০,০০,০০১—৫০,০০,০০,০০০ পর্যন্ত	-	৭০,০০০	-	২৮,০০০
(viii) ৫০,০০,০০,০০১—১০০,০০,০০,০০০ বা তদূর্ধ্ব	-	৮০,০০০	-	৩২,০০০

(খ) পরিষেবার নাম : প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত সারচার্জ (নিবন্ধন সনদ নবায়নে ব্যর্থ হলে)

সময়সীমা	আমদানিকারক (বাণিজ্যিক ও শিল্প)	রপ্তানিকারক	রপ্তানিকারক (ইন্ডেটিং)
এক হতে তিন বছর পর্যন্ত	২,০০০	১,০০০	২,০০০
চার হতে পাঁচ বছর	৫,০০০	৪,০০০	৫,০০০
ছয় বা তদূর্ধ্ব	২৫,০০০	১০,০০০	২৫,০০০

(গ) পরিষেবার নাম : বিভিন্ন ধরনের রপ্তানি সনদ ফি

ক্রমিক	বিভিন্ন ধরনের নিবন্ধন সনদপত্র সংক্রান্ত সেবাসমূহ	নিবন্ধন ফি		নবায়ন ফি	
		বিদ্যমান	নতুন	বিদ্যমান	নতুন
১	রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ই আর সি)	৭,০০০	১০,০০০	-	-
২	রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ইন্ডেন্টিং সার্ভিস)	৪০,০০০	৫০,০০০	-	-
৩	বহুজাতিক রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ই আর সি)	৭,০০০	১০,০০০	-	-
৪	বহুজাতিক রপ্তানি নিবন্ধন সনদ বার্ষিক নবায়ন	-	-	৫,০০০	৭,০০০
৫	রপ্তানি নিবন্ধন সনদ বার্ষিক নবায়ন	-	-	৫,০০০	৭,০০০
৬	রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ইন্ডেন্টিং সার্ভিস) বার্ষিক নবায়ন	-	-	২০,০০০	২৫,০০০

(ঘ) পরিষেবার নাম : ফরমালিন উৎপাদন, আমদানি, মজুদ ও বিক্রয় লাইসেন্স ফি

ক্রমিক	লাইসেন্সের ধরন	বিদ্যমান লাইসেন্স ফি (টাকায়)	ধার্যকৃত নতুন ফি
১	ফরমালিন উৎপাদন	২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)	৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ)
২	ফরমালিন আমদানি	২,০০,০০০ (দুই লক্ষ)	২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)
৩	ফরমালিন মজুদ ও বিক্রয়	১,০০,০০০ (এক লক্ষ)	১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার)

(ঙ) পরিষেবার নাম : নতুন আরোপিত সেবা ফি

ক্রম:	বিভিন্ন ধরনের নিবন্ধন সনদপত্র সংক্রান্ত সেবাসমূহ	ধার্যকৃত নতুন ফি
১	বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদ (আই আর সি)	(ক) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইআরসি-এর আমদানি সীমা ছক "১" বর্ণিত ধাপ অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।
২	এডহক শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ (শিল্প আই আর সি নতুন)	
৩	অন্যান্য এডহক শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ (শিল্প আই আর সি পুরাতন)	
৪	বহুজাতিক আমদানি নিবন্ধন সনদ (আই আর সি)	
৫	বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদ বার্ষিক নবায়ন	
৬	শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ বার্ষিক নবায়ন	
৭	বহুজাতিক আমদানি নিবন্ধন সনদ বার্ষিক নবায়ন	
৮	প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মালিকানা পরিবর্তন (সকল ধরনের নিবন্ধন সনদের ক্ষেত্রে)	২,০০০.০০ টাকা
৯	মনোনীত ব্যাংক পরিবর্তন (সকল ধরনের নিবন্ধন সনদের ক্ষেত্রে)	২,০০০.০০ টাকা
১০	আমদানি নিবন্ধন সনদের আমদানি সীমা/শ্রেণি/লিমিট পরিবর্তন (হ্রাস/বৃদ্ধি)	২,০০০.০০ টাকা
১১	শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদের আমদানি স্বত্ব পরিবর্তন (হ্রাস/বৃদ্ধি)	২,০০০.০০ টাকা
	আমদানি পারমিট সংক্রান্ত সেবাসমূহ :	
	স্থায়ী ভিত্তিতে প্রদত্ত আমদানি পারমিট সংক্রান্ত সেবাসমূহ	ধার্যকৃত নতুন ফি
১২	আমদানি পারমিট (আইপি) প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে	২,০০০.০০ টাকা
১৩	আমদানি পারমিট (আইপি) (সরকারি প্রকল্পের মালামাল খালাসের ক্ষেত্রে)	৫,০০০.০০ টাকা
১৪	আমদানি পারমিট (আইপি) (বিনামূল্য নমুনা, বিজ্ঞাপন ও উপহার সামগ্রীর ক্ষেত্রে)	২,০০০.০০ টাকা
১৫	আমদানি পারমিট (আইপি) (ইকুইটি/ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ছাড়করণের ক্ষেত্রে)	৫,০০০.০০ টাকা
১৬	আমদানি পারমিট (পূর্বানুমতি পত্রের ভিত্তিতে আমদানিকৃত পণ্য ছাড়করণের জন্য)	৫,০০০.০০ টাকা
১৭	আমদানি পারমিট (আইপি) (বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালামাল খালাসের ক্ষেত্রে)	৫,০০০.০০ টাকা
১৮	আমদানি পারমিট (লাইভ অ্যানিম্যালের ক্ষেত্রে)	৫,০০০.০০ টাকা
১৯	আমদানি পারমিট (গ্যাস সিলিন্ডার/গ্যাসাধারের ক্ষেত্রে)	৫,০০০.০০ টাকা
২০	সকল ধরনের আমদানি পারমিট এর মেয়াদ বৃদ্ধি	২,০০০.০০ টাকা

ক্রম:	বিভিন্ন ধরনের নিবন্ধন সনদপত্র সংক্রান্ত সেবাসমূহ	ধার্যকৃত নতুন ফি
২১	সকল প্রকার আমদানি পারমিট এর সংশোধন (সনদের ক্ষেত্রে)	২,০০০.০০ টাকা
২২	আমদানি পারমিট (ব্যক্তিগত গাড়ীর ক্ষেত্রে)	২,০০০.০০ টাকা
২৩	আমদানি পারমিট (ব্যাগেজ রুলের ক্ষেত্রে)	২,০০০.০০ টাকা
২৪	অনুদানের বিপরীতে আমদানি পারমিট	২,০০০.০০ টাকা
২৫	আমদানি পারমিট (বিনামূল্যে প্রেরিত পণ্যের ক্ষেত্রে)	২,০০০.০০ টাকা
২৬	আমদানি পারমিট (হাসপাতাল, এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয় পণ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে)	২,০০০.০০ টাকা
	ফেরতের ভিত্তিতে প্রদত্ত আমদানি পারমিটসমূহ :	
২৭	আমদানি পারমিট (আইপি) প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে	২,০০০.০০ টাকা
২৮	আমদানি পারমিট (আইপি) (সরকারি প্রকল্পের মালামাল খালাসের ক্ষেত্রে)	৪,০০০.০০ টাকা
২৯	আমদানি পারমিট (পূর্বানুমতি পত্রের ভিত্তিতে আমদানিকৃত পণ্য ছাড়করণের জন্য)	২,০০০.০০ টাকা
৩০	আমদানি পারমিট (আইপি) (বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালামাল খালাসের ক্ষেত্রে)	৫,০০০.০০ টাকা
৩১	আমদানি পারমিট (অন্যান্য)	২,০০০.০০ টাকা
	রপ্তানি পারমিট সংক্রান্ত সেবা সমূহের তালিকা :	
৩২	রপ্তানি পারমিট (ফ্রাস্ট্রেটেড কার্গো পণ্যের ক্ষেত্রে)	১,০০০.০০ টাকা
৩৩	রপ্তানি পারমিট (দেশীয় পণ্যের নমুনার ক্ষেত্রে)	১,০০০.০০ টাকা
৩৪	রপ্তানি পারমিট (ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণের ক্ষেত্রে)	১,০০০.০০ টাকা
৩৫	রপ্তানি পারমিট (উপহার সামগ্রী প্রেরণের ক্ষেত্রে)	১,০০০.০০ টাকা
৩৬	রপ্তানি পারমিট (রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে)	১,০০০.০০ টাকা
৩৭	রপ্তানি পারমিট (লাইভ অ্যানিম্যালের ক্ষেত্রে)	১,০০০.০০ টাকা
৩৮	রপ্তানি পারমিট (খালি কন্টেইনার/সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে)	১,০০০.০০ টাকা
৩৯	রপ্তানি পারমিট (ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যবহৃত পণ্যের ক্ষেত্রে)	১,০০০.০০ টাকা
৪০	রপ্তানি পারমিট (টেষ্টিং পণ্যের রপ্তানি ক্ষেত্রে)	১,০০০.০০ টাকা
৪১	রপ্তানি কাম আমদানি পারমিট জারি	১,০০০.০০ টাকা
৪২	সকল ধরনের রপ্তানি পারমিট এর মেয়াদ বৃদ্ধি	১,০০০.০০ টাকা
৪৩	সকল প্রকার রপ্তানি পারমিট এর সংশোধন (সনদের ক্ষেত্রে)	১,০০০.০০ টাকা
	অন্যান্য সেবাসমূহের তালিকা :	
৪৪	ঋণ পত্র খোলার সময়সীমা বৃদ্ধি	২,০০০.০০ টাকা
৪৫	জাহাজীকরণের সময়সীমা বৃদ্ধি	২,০০০.০০ টাকা
৪৬	ক্লিয়ারেন্স পারমিট (সিপি)	৫,০০০.০০ টাকা
৪৭	আই আর সি থেকে অব্যাহতি	৫,০০০.০০ টাকা
৪৮	অন্যান্য আমদানির পূর্বানুমতি	১,০০০.০০ টাকা

(চ) পরিষেবার নাম : ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র আমদানির অনুমতি প্রদান [০১ (এক) বছর সময়কালের জন্য]

প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত		মন্তব্য
মেয়াদ	ফি (টাকা)	পূর্বে কোনো ফি ধার্য ছিল না
০১ (এক বছর) পর্যন্ত	২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা	

০২। ইহা আগামী ০১ সেপ্টেম্বর ২০২২ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহ আলম মুকুল
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিভাগ শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ০২ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৮ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : **পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলার ইউনিয়ন পুনর্গঠিত হওয়ায় ০২ নং পত্তাশী ইউনিয়নের পরিবর্তে ০৪ নং ইন্দুরকানী সদর ইউনিয়নের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স হিসেবে গণ্যকরণ প্রসঙ্গে।**

নং বিচার-৭/২ এন-২০/৯৪-২৬৪—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলায় ইউনিয়ন পুনর্গঠিত হওয়ায় এবং আপনি মোঃ মনিরুজ্জামান, নিকাহ্ রেজিস্ট্রার, ০৪ নং ইন্দরকানী সদর ইউনিয়ন, ইন্দরকানী, পিরোজপুর। বর্তমানে ০৪ নং ইন্দুরকানী সদর ইউনিয়নের বাসিন্দা হওয়ায় আপনার নামীয় নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্সটি ০২ নং পত্তাশী ইউনিয়নের পরিবর্তে ০৪ নং ইন্দুরকানী সদর ইউনিয়নের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স হিসেবে গণ্য করা হলো।

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ : ২৭ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১২ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি.

বিষয় : নোটারীরূপে কাজ করার সার্টিফিকেট প্রদান।

নং **আর-৬/৭এন-১০০/২০২২-৫৪৪**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এডভোকেট জনাব মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, পিতা-মোঃ বদর উদ্দিন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অদিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগদান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-৯৮/২০২২-৫৪৩**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে কুমিল্লা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এডভোকেট জনাব মোসাম্মৎ সাবিনা সুলতানা, পিতা-মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অদিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ০২ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৮ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৪৯.১৯.৩১২**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	জগদানন্দ	১৭৩	২৫১২	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
২	পূর্ব্ব লক্ষ্মীনারায়ণপুর	১১২	৩৪২৬	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ১০১০৮/২০২০ নম্বর রিট থাকায় রিট সংশ্লিষ্ট ১৯৩৪ ও ১৯৪২ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত।
৩	নোয়াখালী	২৪২	১২৯৩	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
৪	চর কলাকুপা	৪৫	১৭৮৫	রামগতি	লক্ষ্মীপুর	
৫	পূর্ব্ব চর কলাকুপা	৪৬	১০৩৭	রামগতি	লক্ষ্মীপুর	

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০২.১৫(অংশ-১).৩১১**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রম	মৌজার নাম	জে,এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	পাঁচুটিয়া	১০৩	০১	সাভার	ঢাকা
২	পুরুলিয়া	১৮১	১৮৮	সাভার	ঢাকা

তারিখ : ২৭ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১২ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.১১২.১০(অংশ-১).৩০৬**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রম	মৌজার নাম	জে,এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	পূর্ব্ব মাইজচরা	২৮	১৯৩৪	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৬.১৬(অংশ-১).৩০৭**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রম	মৌজার নাম	জে,এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	সালামতপুর	২০	৬৩১	মধুখালী	ফরিদপুর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এম আরিফ পাশা
যুগ্মসচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ শাখা-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২১ আশ্বিন ১৪২৯/০৬ অক্টোবর ২০২২

নং **ধবিম/হ:শা:/৪-১২৩/২০১৩-১২০২**—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ রফিক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান আটলান্টিক এভিয়েশন এন্ড ট্যুরিজম (হজ লাইসেন্স নং-৬৮৬)-এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

২। যেহেতু বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রী প্রেরণ বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু, আপনার হজ লাইসেন্স নবায়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় গত ১২-০৯-২০২২ খ্রি. তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ধবিম/হ:শা:/৪-১২৩/২০১৩-১১১২ নং স্মারকে হালনাগাদ ট্রাভেল সনদ দাখিল না করায় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, আপনি গত ১৮-০৯-২০২২ খ্রি. তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন। কিন্তু হালনাগাদ ট্রাভেল লাইসেন্স কপি দাখিল করতে সক্ষম হননি;

৫। যেহেতু, আপনার হজ লাইসেন্সের মেয়াদ গত ৩১-১২-২০১৮ তারিখ উত্তীর্ণ হয়েছে; এবং

৬। যেহেতু, হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

৭। সেহেতু, হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এর ১২ (ছ) মোতাবেক ১৩ (ঘ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত আটলান্টিক এভিয়েশ এন্ড ট্যুরিজম (হজ লাইসেন্স নং-৬৮৬)-এর হজ কার্যক্রমে ব্যবহৃত ইউজার আইডি বন্ধ করা হলো এবং হজ লাইসেন্সের কার্যক্রম স্থগিত করা হলো।

নং **১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০২০.২১-১১৯৯**—যেহেতু, আপনি জনাব হাফেজ আরিফ আহমাদ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান আল-হায়াত এভিয়েশন (হজ লাইসেন্স নং-৬৪৮)-এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

২। যেহেতু, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রী প্রেরণ বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু আপনার হজ লাইসেন্সের নবায়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় গত ১২-০৯-২০২২ খ্রি. তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের **১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০২০.২১-১১১১** নং স্মারকে হালনাগাদ কাগজপত্র দাখিল না করায় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, আপনি গত ২৬-০৯-২০২২ খ্রি. তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন। কিন্তু হালনাগাদ ট্রাভেল লাইসেন্সের কপি দাখিল করতে সক্ষম হননি;

৫। যেহেতু, আপনার হজ লাইসেন্সের মেয়াদ গত ৩১-১২-২০১৮ তারিখ উত্তীর্ণ হয়েছে; এবং

৬। যেহেতু, হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

৭। সেহেতু, হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এর ১২ (ছ) মোতাবেক ১৩ (ঘ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত আল-হায়াত এভিয়েশন (হজ লাইসেন্স নং-৬৪৮)-এর হজ কার্যক্রমে ব্যবহৃত ইউজার আইডি বন্ধ করা হলো এবং হজ লাইসেন্সের কার্যক্রম স্থগিত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস.এম. মনিরুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অধিশাখা-৫

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৮ কার্তিক ১৪২৯/১৮ অক্টোবর ২০২২

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৫.২২-৩২০**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ফৌজুল কবির, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ-৪, ঢাকা এর বিরুদ্ধে পারিবারিক বিষয়ে কক্সবাজার চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জি.আর মামলা নম্বর ২১/২০১৩ দায়ের হয়। উক্ত মামলার ১১-০২-২০২১ তারিখের আদেশে আপনাকে দন্ডবিধির ১৪৩ ধারায় ০১ (এক) মাস এবং ৩২৩ ধারায় ০৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। কক্সবাজার জেলা পুলিশ কর্তৃক আপনি গ্রেফতার হয়ে ২৩-০২-২০২১ হতে ২৯-০৩-২০২১ তারিখ পর্যন্ত জেল হাজতে থাকেন। বর্তমানে আপনি জামিনে মুক্ত আছেন।

০২। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ফৌজুল কবিরসহ অন্যান্য আসামীগণ কক্সবাজার জেলা দায়রা জজ আদালতে ক্রিমিনাল আপিল মামলা নম্বর ৮৬/২০২১ দায়ের করেন। উক্ত আপিল মামলার ২৮-০২-২০২১ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে আপনি জামিনে মুক্ত আছেন। কক্সবাজার চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়েরকৃত ২১/২০১৩ নম্বর জি.আর. মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে দন্ডবিধির ১৪৩ ধারায় ০১ (এক) মাস এবং ৩২৩ ধারায় ০৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। সেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর বিধি ৪২ (২) অনুযায়ী দন্ড আরোপের জন্য একই আইনের বিধি ৪২ (৪) অনুযায়ী কোনো বিভাগীয় কার্যধারা রুজু করিবার বা কারণ দর্শাইবার প্রয়োজন হবে না।

০৩। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ফৌজুল কবির, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ-৪, ঢাকা এর বিরুদ্ধে পারিবারিক বিষয়ে কক্সবাজার চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়েরকৃত ২১/২০১৩ নম্বর জি.আর মামলায় অভিযুক্ত জনাব মোহাম্মদ ফৌজুল কবিরকে দন্ডবিধির ১৪৩ ধারায় ০১ (এক) মাস এবং ৩২৩ ধারায় ০৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ড প্রদান করায় সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর বিধি ৪২(২) (ক) অনুযায়ী "তিরস্কার" দন্ড প্রদান করা হলো।

০৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী ওয়াছি উদ্দিন
সচিব।

তারিখ : ৩১ আশ্বিন ১৪২৯/১৬ অক্টোবর ২০২২

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০১৯.১৮-৩১৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ মারুফ মোর্শেদ, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, রাঙ্গামাটিতে কর্মরত অবস্থায় ২২-০৭-২০১৮ হতে ২৪-০৭-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৩ (তিন) দিনের নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন করে কর্মস্থল ত্যাগ করেন এবং অদ্যাবধি বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি করার জন্য ২৩-০৫-২০১৮ তারিখ আবেদন করে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বেই অনুমতিবিহীনভাবে দেশ ত্যাগ করার অভিযোগে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ২৭-০৯-২০১৮ তারিখে কারণ দর্শানো হয়। কিন্তু তিনি কোনো জবাব প্রদান করেননি এবং কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ২২-০৭-২০১৮ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে ০৫/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, আপনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল না করায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন' কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। অতঃপর, বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে আপনাকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু, আপনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব দাখিল করেননি। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কনসালটেশন রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর প্রবিধান ৬ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশনকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

৩। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী জনাব মোঃ মারুফ মোর্শেদ' কে "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ মারুফ মোর্শেদ' কে "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ মারুফ মোর্শেদ, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, রাঙ্গামাটি' কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হলো।

৫। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০১৫.১৯-৩১৩**—যেহেতু, জনাব শাহীন আহম্মেদ, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের বর্তমান পরিচালক ও সিনিয়র প্ল্যানার/উপ-পরিচালক এর বিরুদ্ধে একটি পোষ্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে গত ১৬-০৩-২০১৯ তারিখে শেয়ার করেন। একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আপনি 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮' এর ২৫(ক) ধারা ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জারীকৃত 'সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৬' এর ৫(ট) (আ) লংঘন করেন। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (ঙ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "নাশকতা" এর অভিযোগে ০১/২০২০ নম্বর বিভাগীয় মামলা দায়ের করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী আপনার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব সচিব মহোদয়ের বরাবর ১০-১১-২০২০ তারিখে দাখিল করেন। অতঃপর ১০-০৩-২০২১ তারিখে অভিযুক্ত কর্মকর্তার ব্যক্তিগত শুনানী অন্তে জনাব অভিজিৎ রায়, উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব শাহীন আহম্মেদ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা রয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেছেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও নথিপত্র এবং অভিযুক্তের জবাব পর্যালোচনাক্রমে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব শাহীন আহম্মেদ, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" ও "নাশকতা" এর অভিযোগে রুজুকৃত ০১/২০২০ নম্বর বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(ক) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী ওয়াছি উদ্দিন
সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডিজিটাল সিকিউরিটি মনিটরিং ও অপারেশন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩১ আশ্বিন ১৪২৯/১৫ অক্টোবর ২০২২

নং **৫৬.০০.০০০০.০৬০.৯৯.০৪৭.২১.৭৭**—সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের প্রসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদের নিয়ে নিম্নবর্ণিতভাবে একটি টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হলো :

ক) **কমিটি'র গঠন**

আহ্বায়ক

১. প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

২. সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
৪. প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রকল্প
৫. যুগ্মসচিব, ই-গভর্নেন্স অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড
৭. পলিসি এডভাইজার, এটুআই প্রকল্প
৮. ড. নাদিম চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট
৯. হেড অফ টেকনোলজি, আইল্যাব, এটুআই প্রকল্প
১০. জনাব মাহবুব রাশেদ, সহ সভাপতি, গ্লোবাল ফাউন্ড্রি
১১. জনাব মাসুক রহমান, সেমিকন্ডাক্টর বিশেষজ্ঞ, স্যামসাং সেমিকন্ডাক্টর
১২ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিবিএল গ্রুপ
১৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ULKASEMI
১৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়ালটন

সদস্য-সচিব

১৫. প্রকল্প পরিচালক, ইডিজিই (EDGE) প্রকল্প, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

কমিটি'র কর্মপরিধি

ক) Chip Design শিল্পের প্রসারণের লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণ;
খ) সেমিকন্ডাক্টর ফেব্রিকেশন বিষয়ে ৬—৮ মাসের শর্ট কোর্স চালুর জন্য কারিকুলাম প্রণয়ণ;
গ) গঠিত টাস্কফোর্স প্রয়োজনে অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে; এবং
ঘ) টাস্কফোর্সের সভা প্রয়োজন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

০২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সালমা সিদ্দিকা মাহতাব
যুগ্মসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৮ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৩ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০১৪.২১-৫১৯**—যেহেতু, জনাব এ.কে.এম. আঃ ছালাম, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর [প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা]-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ক), ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৬) বিধি মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং পুনরায় ব্যক্তিগত শুনানি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করায় তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় তাকে "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, তিনি একজন ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা। কিন্তু বর্তমানে তিনি ৮ম গ্রেডে অবস্থান করছেন এবং তার বর্তমান মূল বেতন ৩৯,৩৯০/- টাকা।

সেহেতু, জনাব এ.কে.এম. আঃ ছালাম, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর [প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত). পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা]-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ক) মোতাবেক "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো। তাকে ৮ম গ্রেড থেকে ৯ম গ্রেডে অবনমিতকরণপূর্বক তার বর্তমান মূল বেতন ৩৯,৩৯০/- হতে ৩৭,৬৮০/- টাকায় নির্ধারণ করা হলো। বেতন অবনমিতকরণকাল বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা হবে না। উক্ত দণ্ডাদেশ পরবর্তী ০২ (দুই) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২১ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৬ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০২৮.২২-৫০৭**—যেহেতু, মোসাঃ শাহিদা খাতুন, সুপারিনটেনডেন্ট, মাগুরা পিটিআই, মাগুরা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন, দাখিলকৃত কাগজপত্র ও নথি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তাকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, মোসাঃ শাহিদা খাতুন, সুপারিনটেনডেন্ট, মাগুরা পিটিআই, মাগুরা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণের" অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ আশ্বিন ১৪২৯/১৩ অক্টোবর ২০২২

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৭২.২২.৩৭৯**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-৯৬৬৭ ক্যাপ্টেন মেহেদী হাসান তুষার, এসি-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট রুল্‌স্ ৯(এ) এবং আর্মি রেগুলেশন্স (রুল্‌স্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) ও ২৬১ অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

পাস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ৩১ আশ্বিন ১৪২৯/১৬ অক্টোবর ২০২২

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.১১৬.২০২২-৬৭৪**—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(ট) ও ৬(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মাহমুদুর রশিদ মসরুর, সহ-সভাপতি (সিলেট অঞ্চল), কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, আইডিইবি, বাড়ি-১১, রোড-২৭, ব্লক-ডি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট-কে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে সিলেট ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.১১৬.২০২২-৬৭৫**—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(জ) ও ৬(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব এ এফ মোঃ রুহুল আনাম চৌধুরী (মিন্টু), অ্যাডভোকেট (চেয়ারম্যান, হিউম্যান রাইটস এন্ড লিগ্যাল এইড কমিটি), সিলেট জেলা বার এসোসিয়েশন, সিলেট-কে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে সিলেট ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ.কে.এম সাইফুল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৬ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১০ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.১৬৩.১০(অংশ-১).৮—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শীট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	লাউফলা	২০৪	২৩১৯	০৩	মধুপুর	টাঙ্গাইল	
২	দীঘলিয়া	২০৭	১২৩০	০৭	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

চিত্রা শিকারী
সিনিয়র সহকারী সচিব।